ব্রি ধান৯৮

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯৮ রোপা আউশ মওসুমের ধানের জাত। এর কৌলিক সারি বিআর৯০১১-৬৭-৪-১। উক্ত কৌলিক সারিটি ভিয়েতনামি জাত MLT-145-2 (IR62065-27-1-2-1) এবং HR17512-11-2-3-1-4-2-3 এর মধ্যে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর উক্ত কৌলিক সারিটি আউশ ২০১৭-১৮ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের মাঠে ও ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ২০১৯-২০ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকের মাঠে PVT ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় রোপা আউশ মওসুমের জন্য জাতটি ২০২০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৯৮ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগপাতা খাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৩-১০৬ সেমি।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৭.৯% এবং প্রোটিন ৯.৫%।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৬ গ্রাম।
- ধানের দানার রং সোনালী ।
- চাল লম্বা, চিকন ও সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান৯৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯৮ একটি স্বল্প জীবনকালীন জাত। ব্রি ধান৯৮ এর জীবনকাল রোপা আউশ মওসুমে বিআর২৬ এর সমান। এ জাতটি রোপা আউশ মওসুমে হেক্টর প্রতি ৫.০৯-৫.৮৭ টন ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতটির জীবনকাল স্বল্প হওয়ায় রোপা আউশ মওসুমে এ ধান আবাদ করার পর আমন ধান আবাদের সুযোগ তৈরী হবে।

জীবনকাল ঃ এ জাতের গড় জীবন কাল ১১২ দিন।

ফলনঃ গড় ফলন ক্ষমতা ৫.০৯ টন/হেক্টর। তবে অনুকূল পরিবেশে ও উপযুক্ত পরিচর্যায় ৫.৮৭ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৯৮ জাতটি বৃষ্টি নির্ভর রোপা আউশ মওসুমে চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ ও সার ব্যবস্থাপনা রোপা আউশ মওসুমের অন্যান্য উফশী ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ৫-১৭ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৮-৩০ এপ্রিল)।

২. **চারার বয়সঃ** ২০-২৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **চারার সংখ্যাঃ** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২০	৭	১০	৫	০.৭

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার, সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং জমির উর্বরতা দেখে ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯৮ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** রোপনের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৯. **ফসল কাটা ঃ** ১৫-৩০ শ্রাবণ পর্যন্ত অর্থাৎ (৩০ জুলাই-১৪ আগষ্ট)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd